রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ সংবিধি ২০১৫

১। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটানো;

(খ) অধিভুক্ত কলেজসমূহে শিক্ষার মান বজায় রাখা;

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অধিভুক্ত কলেজসমূহের যোগাযোগ ও কার্যপ্রণালী সহজ করা;

(ঘ) অধিভুক্ত কলেজসমূহের শিক্ষা ও গবেষণামূলক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা;

(ঙ) অধিভুক্তি, পরিদর্শন, অধিভুক্তি নবায়ন, শিক্ষার্থীর আসনসংখ্যা, পরীক্ষা ইত্যাদি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা; এবং

(চ) যাবতীয় কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

২। সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে এই সংবিধিতে—

(ক) "অধিভুক্ত কলেজ" অর্থ আইন, সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশনের বিধান অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত ও অধিভুক্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সকল কলেজ/ইউনিট/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(খ) "বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়;

(গ) "কলেজ" অর্থ অধিভুক্ত কলেজ;

(ঘ) "সরকারি কলেজ" অর্থ সরকার কর্তৃক ঘোষিত সরকারি কলেজ;

*(ঙ) "এমপিওভুক্ত কলেজ" অর্থ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত বিভাগ, কোর্স, শিক্ষক এমপিও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে সেই কলেজকে এমপিওভুক্ত কলেজ বলা হবে;

(চ) "বেসরকারি কলেজ" অর্থ সরকারি নয় অথবা এমপিও তালিকাভুক্ত নয় এমন কলেজ;

(ছ) "উপাচার্য" অর্থ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য;

(জ) "উপ-উপাচার্য" অর্থ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য;

(ঝ) "অনুষদ অধিকর্তা" অর্থ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ অধিকর্তা;

(ঞ) ''বিভাগীয় সভাপতি" অর্থ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় সভাপতি;

(ট) ''বিভাগ" অর্থ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদভুক্ত বিভাগ;

(ঠ) ''ইনস্টিটিউট" অর্থ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট;

(ড) "রেজিস্ট্রার" অর্থ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার;

(ঢ) "কলেজ পরিদর্শক" অর্থ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক;

(ণ) "পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক" অর্থ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক;

(ত) "অধ্যক্ষ" অর্থ অধিভুক্ত কলেজের অধ্যক্ষ;

(থ) "শিক্ষক" অর্থ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পর্যায়ের শিক্ষকসহ অধিভুক্ত কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, ইনস্ট্রাকটর, ডেমোন্সট্রেটর অথবা এমন কোনো ব্যক্তি যিনি কলেজে শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন (কলেজের নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিক, শরীরচর্চা প্রশিক্ষক কিংবা শিক্ষাতিরিক্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়োগকৃত ব্যক্তি শিক্ষক হিসেবে গণ্য হবেন);

(দ) ''সিনেট" অর্থ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট:

(ধ) "সিন্ডিকেট" অর্থ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট;

(ন) "শিক্ষা পরিষদ" অর্থ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিষদ; এবং

* ২২তম সিনেট অধিবেশনে সংশোধিত (সিদ্ধান্ত নং ৪)

(প) "গভর্নিং বডি" অর্থ অধিভুক্ত এমপিওভুক্ত/বেসরকারি/সরকারি কলেজের গভর্নিং বডি।

(ফ) "আসনসংখ্যা" অর্থ কলেজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষার্থীর আসনসংখ্যা।

৩। এফিলিয়েশন কমিটি: বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তি সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড ও অধিভুক্ত কলেজসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য "এফিলিয়েশন কমিটি'' নামে একটি কমিটি থাকবে। কমিটি নিম্নবর্ণিতভাবে সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হবে, যথা:

(ক)	উপাচার্য	সভাপতি
(খ)	উপ-উপাচার্য	সদস্য
(গ)	বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদের অধিকর্তাবৃন্দ	সদস্য
(ঘ)	রেজিস্ট্রার	সদস্য
(ঙ)	সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ (১ জন, উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত, ১ বছরের জন্য)	সদস্য
(চ)	এমপিওভুক্ত কলেজ/বেসরকারি কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান/অধ্যক্ষ (১ জন, উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত, ১ বছরের জন্য)	সদস্য
(ছ)	কলেজ পরিদর্শক	সদস্য সচিব

৪। এফিলিয়েশন কমিটির সভা

(ক) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সভাপতির নির্দেশক্রমে কমিটির সদস্য সচিব আলোচ্যসূচি নির্ধারণপূর্বক সভা আহ্বান করবেন।

(খ) কমিটির সকল সভায় সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন, তবে কোনো কারণে সভাপতি অনুপস্থিত থাকলে উপ-উপাচার্য সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(গ) কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

(ঘ) উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে; তবে মতামতের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতির একটি নির্ণয়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।

(ঙ) বিশেষ প্রয়োজনে কমিটির সদস্য সচিব সভাপতির নির্দেশে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে সভা আহ্বান করতে পারবেন।

৫। এফিলিয়েশন কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(ক) অধিভুক্ত কলেজসমূহে এই সংবিধির প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান।

(খ) অধিভুক্ত কলেজসমূহে শিক্ষার মান বজায় রাখার ব্যাপারে কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক অধিভুক্তি, অধিভুক্তি নবায়ন, আসনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরীক্ষাকেন্দ্র নির্ধারণ ও পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়সহ অধিভুক্ত কলেজসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক একাডেমিক সকল কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা ও শিক্ষা পরিষদে/সিন্ডিকেটে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রদান।

(ঘ) অধিভুক্ত কোনো কলেজ এই সংবিধির কোনো বিধান ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট কলেজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা পরিষদে/সিন্ডিকেটে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রদান।

(ঙ) বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষা পরিষদে/সিন্ডিকেটে রিপোর্টিং সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তি ও অধিভুক্ত কলেজসমূহের যে কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান।

(চ) অধিভুক্তি, নবায়ন, পরিদর্শন ও পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে লিখিত ভাবে উত্থাপিত অভিযোগ আমলে নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন ও অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা পরিষদে/সিন্ডিকেটে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রদান।

৬। অধিভুক্ত কলেজসমূহের শ্রেণিবিভাগ

(ক) অধিভুক্ত কিংবা অধিভুক্তির জন্য আবেদনকৃত কলেজসমূহ সরকারি, এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হবে।

(খ) উপরোক্ত প্রত্যেক শ্রেণির জন্য এই সংবিধির কোনো কোনো অনুচ্ছেদ, ধারা কিংবা উপধারা পৃথকভাবে অথবা সমান্তরালভাবে প্রযোজ্য হবে।

(গ) সরকারি, এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি এই তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য সকল প্রকার ফি পৃথকভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

(ঘ) প্রয়োজন হলে এফিলিয়েশন কমিটি কর্তৃক সকল প্রকার ফি পর্যালোচনা পূর্বক ফাইন্যান্স কমিটি ও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পুনর্নির্ধারণ করা হবে।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক অধিভুক্তির জন্য সাধারণ শর্তাবলি

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট/কলেজ পরিদর্শকের দপ্তর থেকে নির্ধারিত আবেদন ফরম সংগ্রহপূর্বক কলেজ পরিদর্শক বরাবর নির্ধারিত ফি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হবে।

(খ) সরকারি কলেজের অধ্যক্ষকে প্রাথমিক অধিভুক্তির জন্য আবেদন করতে হবে।

(গ) এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ও পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যানের যৌথ স্বাক্ষরে প্রাথমিক অধিভুক্তির জন্য আবেদন করতে হবে।

(ঘ) যে শিক্ষাবর্ষ থেকে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করা হবে তার পূর্ববর্তী শিক্ষাবর্ষের জুলাই মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ আবেদন জমা দিতে হবে। প্রাথমিক কোনো অধিভুক্তি ভূতাপেক্ষভাবে কার্যকর করা যাবে না। তবে সরকারি কলেজ কিংবা সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থাপিত কলেজের ক্ষেত্রে অধিভুক্তির জন্য আবেদন জমা দেওয়ার তারিখের শর্ত শিথিলযোগ্য।

(ঙ) প্রাথমিক অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কলেজকে অবশ্যই পরীক্ষাকেন্দ্র হওয়ার শর্তসমূহ [২৫ (ক - ঙ)] পূরণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত কাগজপত্র নির্ধারিত ফিসহ কলেজ পরিদর্শক দপ্তরে জমা দিতে হবে।

(চ) প্রস্তাবিত কলেজের নামে সংরক্ষিত তহবিল হিসাবে সন্তোষজনক পরিমাণ অর্থ যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা থাকতে হবে।

৮। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক অধিভুক্তির জন্য অবকাঠামোগত শর্তাবলি

(ক) কলেজের নামে ক্রয়কৃত নিজস্ব জায়গার উপরে কলেজ ভবন থাকতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে ভাড়াকৃত ভবনে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত কলেজ পরিচালনা করা যাবে।

(খ) অধ্যক্ষের কক্ষ, অফিস কক্ষ, শিক্ষক মিলনায়তন, বিভাগীয় প্রধানের পৃথক কক্ষ, বিভাগভিত্তিক অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপকদের পৃথক কক্ষ, বিভাগভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষকদের পৃথক/সাধারণ কক্ষ থাকতে হবে।

(গ) বিভাগ ভিত্তিক বা বিষয় ভিত্তিক পৃথক শ্রেণিকক্ষ/টিউটোরিয়াল কক্ষ ও ব্যবহারিক কক্ষ/গবেষণাগার/ওয়ার্কশপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)/ মিউজিয়াম কক্ষ থাকতে হবে। এই সব কক্ষের আয়তন শিক্ষার্থীদের আসনসংখ্যার সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

(ঘ) কমপক্ষে দুটি সাধারণ লেকচার হল/পরীক্ষার হল (কমপক্ষে ১৫০ আসন বিশিষ্ট) থাকতে হবে।

(ঙ) একটি অডিও-ভিজুয়াল কক্ষ থাকতে হবে।

(চ) শিক্ষার্থীদের কমন রুম থাকতে হবে।

(ছ) একটি আধুনিক মিলনায়তন থাকতে হবে।

(জ) নারী ও পুরুষের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক টয়লেট ও ওয়াশ কক্ষ থাকতে হবে।

(ঝ) শিক্ষার্থীদের আবাসনের ব্যবস্থা (হল/হোস্টেল) থাকতে হবে।

(ঞ) জিমনেসিয়াম ও খেলার মাঠ থাকতে হবে।

(ট) মেডিকেল কলেজের জন্য ৫:১ অনুপাত ও ডেন্টাল কলেজের জন্য ৩:১ (শয্যা ও শিক্ষার্থীর অনুপাত) ভিত্তিক শয্যাসংখ্যা বিশিষ্ট নিজস্ব/চুক্তিকৃত সরকার অনুমোদিত (হালনাগাদ) হাসপাতাল থাকতে হবে। হাসপাতালে কমপক্ষে ৭০% রোগী ভর্তি থাকতে হবে।

(ঠ) মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজের জন্য "এনিম্যাল হাউস" থাকতে হবে।

(ড) কোনো কলেজ পরীক্ষাকেন্দ্র পাওয়ার শর্তসমূহ [২৫ (ক - ঙ)] পূরণ করতে না পারলে সেই কলেজের প্রাথমিক অধিভুক্তির/অধিভুক্তি নবায়নের/স্থায়ীভাবে অধিভুক্তির যোগ্যতা নেই বলে বিবেচিত হবে।

৯। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক অধিভুক্তির জন্য গ্রন্থাগার সংক্রান্ত শর্তাবলি

(ক) কলেজের নিজস্ব গ্রন্থাগারে পৃথক স্ট্যাক কক্ষ, প্রস্তুতি কক্ষ, পাঠকক্ষ ও আইটি কক্ষ থাকতে হবে।

(খ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ১ জন গ্রন্থাগারিক ও ১ জন সহকারী গ্রন্থাগারিক থাকতে হবে।

(গ) গ্রন্থাগারে সময়োপযোগী ও বিষয়ভিত্তিক পর্যাপ্ত বইয়ের সংগ্রহ রাখতে হবে।

(ঘ) আধুনিক ক্যাটালগিং পদ্ধতিসহ সমন্বিত গ্রন্থাগার-ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে।

(ঙ) গ্রন্থাগারে আন্তর্জাতিক মানের বিষয়ভিত্তিক জার্নালের সাম্প্রতিক সংখ্যা (হার্ড কপি) নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করতে হবে।

(চ) মোট ৫০ আসন বিশিষ্ট কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে কমপক্ষে ২০টি কম্পিউটারসহ ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থী আসনসংখ্যা বেশি হলে সেই অনুপাতে কম্পিউটারসহ ইন্টারনেট সংযোগের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে হবে।

(ছ) শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস কপি/প্রিন্ট করার জন্য ৫০ আসন বিশিষ্ট কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে ১টি ফটোকপিয়ার, ১টি স্ক্যানার ও ২টি প্রিন্টার মজুদ রাখতে হবে। শিক্ষার্থী আসনসংখ্যা বেশি হলে সেই অনুপাতে ফটোকপিয়ার, স্ক্যানার ও প্রিন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

(জ) গ্রন্থাগারকে আন্তর্জাতিক মানের (ইমপ্যাক্ট ফাক্টরযুক্ত) বিষয়ভিত্তিক অনলাইন ২টি জার্নালের গ্রাহক হতে হবে।

(ঝ) হালনাগাদ ডি.ডি.সি. (Dewey Decimal Classification) সেট থাকতে হবে।

১০। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক অধিভুক্তির জন্য গভর্নিং বডি সংক্রান্ত শর্তাবলি

(ক) পরিচালনার জন্য আবেদনকৃত কলেজের একটি গভর্নিং বডি থাকতে হবে। তবে, সরকারি কলেজের ক্ষেত্রে গভর্নিং বডি থাকার শর্ত বাধ্যতামূলক নয়।

(খ) সর্বমোট ১৫ সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বডি নিম্নোক্তভাবে গঠন করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে:

(i) সভাপতি: উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান অথবা তাঁর মনোনীত ব্যক্তি অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি;

(ii) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য/ব্যবস্থাপনা পরিষদ সদস্য/দাতা সদস্য: ৩ জন;

(iii) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি: ২ জন [উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/অনুষদ অধিকর্তা পদমর্যাদার, ৩১ (ক-খ) অনুযায়ী];

(iv) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রতিনিধি (মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত চিকিৎসা অনুষদভুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য) অথবা সংশ্লিষ্ট অনুষদ

অধিকর্তা/অনুষদ অধিকর্তা কর্তৃক মনোনীত (অধ্যাপক পদমর্যাদার) (প্রকৌশল, কৃষি, আইন বিষয়ক ও অন্যান্য কলেজ/প্রতিষ্ঠানের জন্য): ১ জন;

(v) শিক্ষক প্রতিনিধি: ২ জন (সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষকদের দ্বারা মনোনীত/নির্বাচিত);

(vi) অভিভাবক প্রতিনিধি: ২ জন (অভিভাবকদের দ্বারা কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রিধারী ব্যক্তি মনোনীত/নির্বাচিত);

(vii) বিদ্যোৎসাহী/ বিশিষ্ট ব্যক্তি: ২ জন (সভাপতি কর্তৃক কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রিধারী ব্যক্তি মনোনীত);

(viii) বিশেষজ্ঞ সদস্য: ১ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত চিকিৎসা অনুষদভুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশিষ্ট চিকিৎসক, প্রকৌশল অনুষদভুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশিষ্ট প্রকৌশলী, কৃষি অনুষদভুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশিষ্ট কৃষিবিদ, আইন অনুষদভুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশিষ্ট আইনবিদ, অন্যান্য অনুষদভুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একজন বিষেশজ্ঞ); এবং

(ix) অধ্যক্ষ: সদস্য সচিব (পদাধিকার বলে)।

(গ) এমপিওভুক্ত/বেসরকারি কোনো কলেজের ক্ষেত্রে গভর্নিং বডির মোট সদস্য সংখ্যা, পদবি, অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্পষ্ট নির্দেশ থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুজন প্রতিনিধি উক্ত কমিটিতে যোগ হওয়া সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কলেজের গভর্নিং বডিকে অনুমোদন দেবে।

*(ঘ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-অধিভুক্ত একটি মাত্র কলেজের উপরিউক্ত ১০(খ) (i-ix) এ বর্ণিত যে কোন একটি মাত্র ক্যাটাগরিতে গভর্নিং বডির সদস্য হতে পারবেন।

১১। গভর্নিং বডির মেয়াদকাল, সদস্য পদ হওয়ার/থাকার যোগ্যতা ও শূন্য সদস্য পদ পূরণ

(ক) গভর্নিং বডির মেয়াদকাল হবে দুই বছর।

(খ) কোনো ব্যক্তি গভর্নিং বডির সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন না অথবা সদস্য হিসেবে কাজ করতে পারবেন না, যদি তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের স্বার্থবিরোধী বা সুনাম নষ্ট হয় এমন কোনো কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন অথবা কোনো ভাবে সহায়তা দান করেন, অথবা যদি বাংলাদেশের কোনো আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত কোনো আদালতে নৈতিকতাবিরোধী কোনো অপরাধের কারণে দণ্ডিত হন, অথবা যদি তিনি গভর্নিং বডির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কোনো প্রকার লিখিত অবগতি ব্যতীত পর পর তিনটি সভায় যোগদান করতে ব্যর্থ হন।

(গ) কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে কিংবা উপরোক্ত ১১ (খ) ধারার আলোকে সদস্য হওয়ার যোগ্যতা হারালে পদটি শূন্য বলে বিবেচিত হবে এবং সেস্থলে নতুন সদস্য নিতে হবে।

১২। গভর্নিং বডি বাতিলকরণ

(ক) অদক্ষতা, আর্থিক অনিয়ম, অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা এবং অন্যান্য কারণে বিশ্ববিদ্যালয় যদি এই মর্মে তথ্য-প্রমাণসহ অবহিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজ চালিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে, তবে "এফিলিয়েশন কমিটি" ঐ প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির অনুমোদন বাতিল করার জন্য শিক্ষা পরিষদে/সিন্ডিকেটে এ সুপারিশ করবে।

* ২২তম সিনেট অধিবেশনে সংশোধিত (সিদ্ধান্ত নং ৪)

১৩। গভর্নিং বডির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(ক) গভর্নিং বডি সংশ্লিষ্ট কলেজের নির্বাহী সংগঠন হিসেবে কাজ করবে, কলেজটির যাবতীয় কর্মকাণ্ড তদারকি করবে, লেখাপড়ার মান নিশ্চিত করবে, শৃঙ্খলা বজায় রাখবে, সংবিধি ও রেগুলেশন প্রদত্ত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও সকল দায়িত্ব পালন করবে।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি ও রেগুলেশন অনুযায়ী গভর্নিং বডি এক শিক্ষাবর্ষে কমপক্ষে দুটি সভায় মিলিত হবে এবং সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা তদারকি করবে।

(গ) গভর্নিং বডি শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ [নিয়োগবোর্ড গঠনের মাধ্যমে, শিক্ষক নিয়োগবোর্ড গঠন ৩২ (ক-ঙ) অনুযায়ী] ছুটি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, বেতনক্রম, ভাতা, প্রভৃতি অনুমোদন করবে (কেবলমাত্র এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজের জন্য প্রযোজ্য)।

(ঘ) গভর্নিং বডি বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করবে ও তহবিলের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (কেবলমাত্র এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজের জন্য প্রযোজ্য)।

(ঙ) গভর্নিং বডি একাডেমিক/অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সুপারিশ/পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(চ) গভর্নিং বডি সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্দেশিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে।

(ছ) গভর্নিং বডি দেশের প্রচলিত আইন কাঠামোর আওতায় প্রতিষ্ঠানের জন্য কল্যাণকর যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১৪। গভর্নিং বডির সভা

(ক) গভর্নিং বডির সভা যুক্তিসংগত বিরতি সহকারে বছরে যতবার প্রয়োজন ততবারই করা যাবে; তবে শর্ত থাকে যে, কোনো শিক্ষাবর্ষে অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা দুইয়ের কম হবে না (জরুরি ও বিশেষ সভা ব্যতীত)।

(খ) গভর্নিং বডির সভা সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে ও কমিটির সদস্য সচিব সভাপতির নির্দেশক্রমে সভা আহ্বান করবেন।

(গ) গভর্নিং বডির সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করবেন, তবে কোনো কারণে সভাপতি অনুপস্থিত থাকলে কলেজ অধ্যক্ষ সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(ঘ) সদস্য-সচিব সাত দিনের নোটিশে আলোচ্য বিষয় সংবলিত সভার বিজ্ঞপ্তি গভর্নিং বডির সভাপতি ও সকল সদস্যের নিকট রেজিস্ট্রি ডাক /জি.ই.পি./ কুরিয়ার/ বার্তাবাহক/ইমেইল/এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রেরণ করবেন।

(ঙ) বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সভাপতির পরামর্শক্রমে গভর্নিং বডির জরুরি সভা লিখিতভাবে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে আহ্বান করা যাবে এবং এই ধরনের সভা অবকাশকালীন সময়েও অনুষ্ঠিত হতে পারবে। তবে এই ধরনের জরুরি সভায় একটিমাত্র আলোচ্যসূচি থাকবে।

(চ) সদস্য-সচিব সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করবেন এবং পরবর্তী সভায় তা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মে সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে।

(ছ) কার্যবিবরণী নিশ্চিত হওয়ার পর তার একটি কপি (হার্ড কপি) কলেজ পরিদর্শক দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

(জ) বিশেষ প্রয়োজনে কমিটির সদস্য সচিব সভাপতির নির্দেশে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে সভা আহ্বান করতে পারবেন।

১৫। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক অধিভুক্তির জন্য শিক্ষক সম্পর্কিত শর্তাবলি

(ক) মেডিকেল কলেজ

(i) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি মৌলিক ও প্যারা ক্লিনিক্যাল বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক ১ জন, সহযোগী অধ্যাপক ১ জন, সহকারী অধ্যাপক ২ জন, প্রভাষক ৪ জন;

(ii) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি ক্লিনিক্যাল বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক ২ জন, সহযোগী অধ্যাপক ২ জন, সহকারী অধ্যাপক ৩ জন, রেজিস্ট্রার ৩ জন, সহকারী রেজিস্ট্রার ৪ জন, রেসিডেন্ট/ হাউস অফিসার/ মেডিকেল অফিসার/প্রভাষক ১৫ জন;

(iii) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর অন্যান্য প্রতিটি বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক ১ জন, সহকারী অধ্যাপক ২ জন, প্রভাষক ১ জন; এবং

(iv) অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর জন্য উপরোক্ত শিক্ষকসংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করতে হবে। খণ্ডকালীন শিক্ষক মোট শিক্ষকের ১০%-এর বেশি হবে না।

(খ) ডেন্টাল কলেজ/ডেন্টাল ইউনিট

(i) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি মৌলিক ও প্যারা ক্লিনিক্যাল বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক ১ জন, সহযোগী অধ্যাপক ১ জন, সহকারী অধ্যাপক ১ জন, প্রভাষক ২ জন;

(ii) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি ক্লিনিক্যাল বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক ১ জন, সহযোগী অধ্যাপক ১ জন, সহকারী অধ্যাপক ১ জন, রেজিস্ট্রার/সহকারী রেজিস্ট্রার/ডেন্টাল সার্জন/প্রভাষক ৪ জন;

(iii) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর অন্যান্য প্রতিটি বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক ১ জন, সহকারী অধ্যাপক ২ জন, প্রভাষক ৩ জন; এবং

(iv) অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর জন্য উপরোক্ত শিক্ষকসংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করতে হবে। খণ্ডকালীন শিক্ষক মোট শিক্ষকের ১০%-এর বেশি হবে না।

(গ) মেডিকেল ও হেলথ টেকনোলজি

(i) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি মৌলিক ও প্যারা ক্লিনিক্যাল বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক ১ জন, সহকারী অধ্যাপক ২ জন ও প্রভাষক ৩ জন;

(ii) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি ক্লিনিক্যাল বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক ১ জন, সহকারী অধ্যাপক ৩ জন, রেজিস্ট্রার/ সহকারী রেজিস্ট্রার ১ জন, রেসিডেন্ট/ হাউস অফিসার/মেডিকেল অফিসার/প্রভাষক ৫ জন;

(iii) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর অন্যান্য প্রতিটি বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক ১ জন, সহকারী অধ্যাপক ২ জন ও প্রভাষক ৩ জন; এবং

(iv) অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সংখ্যার জন্য উপরোক্ত শিক্ষকসংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করতে হবে। খণ্ডকালীন শিক্ষক মোট শিক্ষকের ২০%-এর বেশি হবে না।

(ঘ) নার্সিং কলেজ

(i) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি মৌলিক ও প্যারা ক্লিনিক্যাল বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক /সহকারী অধ্যাপক ২ জন, প্রভাষক/ইনস্ট্রাকটর ৩ জন;

(ii) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি ক্লিনিক্যাল বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক/ সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপক/সমমানের চিকিৎসক ৩ জন, প্রভাষক/ইনস্ট্রাকটর/সমমানের চিকিৎসক ৫ জন ;

(iii) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর অন্যান্য প্রতিটি বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপক ২ জন, প্রভাষক/ইনস্ট্রাকটর ৩ জন; এবং

(iv) অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সংখ্যার জন্য উপরোক্ত শিক্ষকসংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করতে হবে। খণ্ডকালীন শিক্ষক মোট শিক্ষকের ২০%-এর বেশি হবে না।

(ঙ) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

(i) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি মৌলিক বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক ১ জন, সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক ২ জন;

(ii) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক ২ জন, সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক ৫ জন;

(iii) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর অন্যান্য প্রতিটি বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক ১ জন, সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক/ ইনস্ট্রাকটর ২ জন; এবং

(iv) অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সংখ্যার জন্য উপরোক্ত শিক্ষকসংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করতে হবে। খণ্ডকালীন শিক্ষক মোট শিক্ষকের ২০%-এর বেশি হবে না।

(চ) কৃষি কলেজ

(i) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি মৌলিক বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক ১ জন, সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক ২ জন;

(ii) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি কৃষি বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক ১ জন, সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক ৩ জন;

(iii) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি অন্যান্য বিষয়ের জন্য শিক্ষকসংখ্যা থাকতে হবে: অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক ১ জন; সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক ২ জন; এবং

(iv) অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সংখ্যার জন্য উপরোক্ত শিক্ষকসংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করতে হবে। খণ্ডকালীন শিক্ষক মোট শিক্ষকের ২০%-এর বেশি হবে না।

(ছ) বাংলাদেশ সেরিকালচার রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

(i) প্রতি ২৫ জন শিক্ষার্থীর সেরিকালচার-বায়োলজি বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক /সহযোগী অধ্যাপক /পি.এস.ও. ১ জন, সহকারী অধ্যাপক /এস.আর.ও./প্রধান প্রশিক্ষক ২ জন, আর.ও./উর্ধতন প্রশিক্ষক ২ জন, প্রভাষক/এ.আর.ও./প্রশিক্ষক ২ জন;

(ii) প্রতি ২৫ জন শিক্ষার্থীর সেরিকালচার-ব্রিডিং বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক /সহযোগী অধ্যাপক /পি.এস.ও. ১ জন, সহকারী অধ্যাপক /এস.আর.ও./প্রধান প্রশিক্ষক ২ জন, আর.ও./উর্ধতন প্রশিক্ষক ২ জন, প্রভাষক/এ.আর.ও./প্রশিক্ষক ২ জন;

(iii) প্রতি ২৫ জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি অন্যান্য বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক /সহযোগী অধ্যাপক /পি.এস.ও. ১ জন, সহকারী অধ্যাপক /এস.আর.ও./প্রধান প্রশিক্ষক ১ জন, আর.ও./উর্ধতন প্রশিক্ষক ২ জন, প্রভাষক/এ.আর.ও./ প্রশিক্ষক ২ জন; এবং

(iv) উপরোক্ত i-iii পর্যন্ত বিষয়গুলোর জন্য প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০% খণ্ডকালীন শিক্ষক নেওয়া যাবে।

(জ) বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী

(i) প্রতি সেকশন/ক্লাসে ৫০ জনের বেশি শিক্ষার্থী থাকবে না;

(ii) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি মৌলিক (আইন) বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক ১ জন, সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক ১ জন;

(iii) প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি পুলিশ স্টাডিজ বা সংশ্লিষ্ট কেমিক্যাল/ মেডিক্যাল অন্যান্য বিষয়ের জন্য শিক্ষক থাকতে হবে: অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/সমমর্যাদা ১ জন, সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক/সিনিয়র প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষক/সমমান ২ জন;

(iv) অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর জন্য উপরোক্ত শিক্ষকসংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করতে হবে;

(v) খণ্ডকালীন শিক্ষক/অতিথি (ভিজিটিং) শিক্ষক মোট শিক্ষকের ৮০%-এর বেশি হবে না; এবং

(vi) মৌলিক (আইন) বিষয় ও গবেষণা বিষয়সমূহের খণ্ডকালীন/অতিথি (ভিজিটিং) শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অধিকর্তা, আইন অনুষদের পরামর্শ নিতে হবে।

(ঝ) অন্যান্য কলেজ: বিধি/অধ্যাদেশ দ্বারা নির্ধারিত হবে।

১৬। এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজে শিক্ষকদের ন্যূনতম একাডেমিক ডিগ্রির শর্তাবলি

(ক) তৃতীয় শ্রেণি/সমগ্রেড প্রাপ্ত (যে কোনো পরীক্ষায়) কাউকে এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। বয়স, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা মেডিকেল বিষয়সমূহের (মৌলিক, প্যারা ক্লিনিক্যাল, ক্লিনিক্যাল) পদগুলোতে নিয়োগের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়/বি.এম.অ্যন্ড ডি.সি./নার্সিং কাউন্সিল/স্টেট মেডিকেল অনুষদ/স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়/সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত শর্তসমূহের সমন্বয় প্রয়োজন হবে। প্রকৌশল, কৃষিসহ অন্যান্য বিষয়সমূহের পদগুলোতে নিয়োগের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়/ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত শর্তাবলি ও এমপিওভুক্ত কলেজের জন্য শর্তাবলির সমন্বয় প্রয়োজন হবে।

(খ) মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ/ইউনিট (i) অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক (মৌলিক, প্যারা ক্লিনিক্যাল, ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহ): সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ প্রকাশনা; (ii) প্রভাষক (মৌলিক, প্যারা ক্লিনিক্যাল, ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহ): সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি; (iii) প্রভাষক (নন-মেডিকেল বিষয়সমূহ): সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

(গ) মেডিকেল ও হেলথ টেকনোলজি (i) অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক (মৌলিক, প্যারা ক্লিনিক্যাল, ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহ): সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ প্রকাশনা; (iii) প্রভাষক (মৌলিক, প্যারা ক্লিনিক্যাল, ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহ): সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি; (iii) প্রভাষক (নন-মেডিকেল বিষয়সমূহ): সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

(ঘ) নার্সিং কলেজ (i) অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক (মৌলিক, প্যারা ক্লিনিক্যাল, ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহ): সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ প্রকাশনা; (ii) প্রভাষক (মৌলিক, প্যারা ক্লিনিক্যাল, ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহ): সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি; (iii) প্রভাষক (নন-মেডিকেল বিষয়সমূহ): সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; (iv) ইনস্ট্রাকটর: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

(ঙ) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (i) অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক (মৌলিক, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মানবিক বিষয়সমূহ): সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ প্রকাশনা; (ii) প্রভাষক (ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়সমূহ): সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি; (iii) প্রভাষক (মৌলিক ও মানবিক বিষয়সমূহ): সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

(চ) কৃষি কলেজ (i) অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক (মৌলিক, কৃষি ও অন্যান্য বিষয়সমূহ): সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ প্রকাশনা; (ii) প্রভাষক (কৃষি বিষয়সমূহ): সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি; (iii) প্রভাষক (মৌলিক ও অন্যান্য বিষয়সমূহ): সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

(ছ) অন্যান্য কলেজ: বিধি/অধ্যাদেশ দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(জ) আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে (ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টরযুক্ত) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশনা আছে এমন ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দানকে উৎসাহিত করতে হবে।

১৭। এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজে গ্রন্থাগারিক/সহকারী গ্রন্থাগারিক এর ন্যূনতম একাডেমিক ডিগ্রির শর্তাবলি

(ক) তৃতীয় শ্রেণি/সমগ্রেড প্রাপ্ত (যে কোনো পরীক্ষায়) কাউকে বেসরকারি কলেজে গ্রন্থাগারিক/সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে না।

(খ) গ্রন্থাগারিক: গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ প্রকাশনা।

(গ) সহকারী গ্রন্থাগারিক: গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি।

১৮। কলেজের কর্মকর্তা/কর্মচারী সম্পর্কিত শর্তাবলি

(ক) মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ/ইউনিট: প্রতি ৫০ শিক্ষার্থী-আসন বিশিষ্ট মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ/ইউনিটের মৌলিক, প্যারা ক্লিনিক্যাল, ক্লিনিক্যাল প্রতিটি

বিভাগের জন্য ল্যাব টেকনিশিয়ান/অ্যাটেনডেন্ট ১ জন, কম্পিউটার অপারেটর ১ জন, ক্লার্ক ১ জন, স্টোরকিপার ১ জন, ক্লিনার ২ জন, এমএলএসএস ৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে। এছাড়া স্পেসিফিক বিভাগের স্পেশালাইজড পদে (হালনাগাদ বিএম অ্যান্ড ডিসি ক্রাইটেরিয়া ও স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে) কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে (উদাহরণ: অ্যানাটমি বিভাগের জন্য ট্যাক্সিডার্মিস্ট)। অন্যান্য বিভাগের জন্যও প্রয়োজন মতো কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে। অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সংখ্যার জন্য উপরোক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করতে হবে।

(খ) মেডিকেল ও হেলথ টেকনোলজি: প্রতি ৫০ শিক্ষার্থী-আসন বিশিষ্ট মেডিকেল ও হেলথ টেকনোলজি এর মৌলিক, প্যারা ক্লিনিক্যাল, ক্লিনিক্যাল প্রতিটি বিভাগের জন্য ল্যাব টেকনিশিয়ান/ অ্যাটেনডেন্ট ১ জন, কম্পিউটার অপারেটর ১ জন, ক্লার্ক ১ জন, স্টোরকিপার ১ জন, ক্লিনার ২ জন, এমএলএসএস ৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে। এছাড়া স্পেসিফিক বিভাগের স্পেশালাইজড পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে (উদাহরণ: অ্যানাটমি বিভাগের জন্য ট্যাক্সিডার্মিস্ট)। অন্যান্য বিভাগের জন্যও প্রয়োজন মতো কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে। অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সংখ্যার জন্য উপরোক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করতে হবে।

(গ) নার্সিং কলেজ: প্রতি ৫০ শিক্ষার্থী-আসন বিশিষ্ট নার্সিং কলেজের মৌলিক, প্যারা ক্লিনিক্যাল, ক্লিনিক্যাল প্রতিটি বিভাগের জন্য ল্যাব টেকনিশিয়ান/ অ্যাটেনডেন্ট ১ জন, কম্পিউটার অপারেটর ১ জন, ক্লার্ক ১ জন, স্টোরকিপার ১ জন, ক্লিনার ২ জন, এমএলএসএস ৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে। এছাড়া স্পেসিফিক বিভাগের স্পেশালাইজড পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে (উদাহরণ: অ্যানাটমি বিভাগের জন্য ট্যাক্সিডার্মিস্ট)। অন্যান্য বিভাগের জন্যও প্রয়োজন মতো কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে। অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সংখ্যার জন্য উপরোক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করতে হবে।

(ঘ) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ: প্রতি ৫০ শিক্ষার্থী-আসন বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিটি বিভাগের জন্য ল্যাব টেকনিশিয়ান/ অ্যাটেনডেন্ট ১ জন, কম্পিউটার অপারেটর ১ জন, ক্লার্ক ১ জন, স্টোরকিপার ১ জন, ক্লিনার ২ জন, এমএলএসএস ৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে। মৌলিক ও অন্যান্য বিভাগের জন্যও প্রয়োজন মতো কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে। অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সংখ্যার জন্য উপরোক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করতে হবে।

(ঙ) কৃষি কলেজ: প্রতি ৫০ শিক্ষার্থী-আসন বিশিষ্ট কৃষি কলেজের প্রতিটি কৃষি বিভাগের জন্য ল্যাব/ফিল্ড টেকনিশিয়ান/ অ্যাটেনডেন্ট ২ জন, কম্পিউটার অপারেটর ১ জন, ক্লার্ক ১ জন, স্টোরকিপার ১ জন, ক্লিনার ২ জন, এমএলএসএস ৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে। মৌলিক ও অন্যান্য বিভাগের জন্যও প্রয়োজন মতো কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে। অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সংখ্যার জন্য উপরোক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করতে হবে।

(চ) অন্যান্য কলেজ: বিধি/অধ্যাদেশ দ্বারা নির্ধারিত হবে।

১৯। গবেষণাগার/যন্ত্রপাতি/রাসায়নিক দ্রব্যাদি সম্পর্কিত শর্তাবলি

(ক) কলেজের বিষয়/বিভাগ ভিত্তিক চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক গবেষণাগার/যন্ত্রপাতি/ রাসায়নিক দ্রব্যাদি/গবেষণা-মাঠ থাকতে হবে।

(খ) সিলেবাস সংশোধন/পরিবর্তনের সাথে সম্পর্ক রেখে গবেষণাগার/যন্ত্রপাতি/ রাসায়নিক দ্রব্যাদি/গবেষণা মাঠ ইত্যাদির সংখ্যা, পরিমাণ, প্রকৃতি ও নাম পরিবর্তন করা হবে।

২০। শিক্ষার্থী ভর্তির শর্তাবলি

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিভাগ/কোর্স প্রাথমিক অধিভুক্তি অনুমোদনের পরেই সংশ্লিষ্ট কলেজ শিক্ষার্থী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দিতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রাথমিক অনুমোদনের পূর্বে কোনো কলেজ কোনো বিভাগ/কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে কিংবা শিক্ষার্থী ভর্তি করলে তা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে এবং ভবিষ্যতে সেই কলেজের অধিভুক্তি সংক্রান্ত কোনো আবেদন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করবে না। সরকারি কলেজের ক্ষেত্রে এই শর্ত শিথিলযোগ্য।

(খ) শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে মেধাকে প্রাধান্য দিতে হবে। বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা সরকারি নীতিমালা ও বিশ্ববিদ্যালয় নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। নার্সিং কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা নার্সিং কাউন্সিল/সরকারি নীতিমালা ও বিশ্ববিদ্যালয় নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। মেডিকেল টেকনোলজি কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা সরকারি নীতিমালা ও বিশ্ববিদ্যালয় নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। প্রকৌশল, কৃষি ও অন্যান্য অনুষদভুক্ত কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুষদ কর্তৃক নির্ধারিত ভর্তি নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

(গ) বেসরকারি কলেজে কমপক্ষে শতকরা ৫ (পাঁচ) জন মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীকে বিনা খরচে অধ্যয়নের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এই সুযোগ প্রাপ্তদের তালিকা প্রতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তির পরপরই কলেজ পরিদর্শকের দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। উক্ত তালিকায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর নাম, মোবাইল নম্বর, পিতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, পরীক্ষাসমূহ পাশের বৎসর, পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং অন্যান্য যেসব দিক বিবেচনা করে তাদের এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে তার উল্লেখ করতে হবে।

(ঘ) ভর্তি প্রক্রিয়া সমাপ্তির পরেই নির্বাচিত ও অপেক্ষমাণ শিক্ষার্থীদের তালিকা সংশ্লিষ্ট অনুষদ অধিকর্তা ও কলেজ পরিদর্শকের নিকট পৌঁছাতে হবে।

২১। অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ

(ক) এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজকে প্রতি বছর জুন মাসে হালনাগাদ শিক্ষক-তালিকা কলেজ-পরিদর্শক দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজের আয় ও ব্যয়ের বাৎসরিক নিরীক্ষা রিপোর্টসহ প্রতিবেদন কলেজ পরিদর্শক দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজের চাকুরি বিধি, জনবল কাঠামো ও বেতন বিলের কপি প্রতি বছর কলেজ পরিদর্শক দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

(ঘ) এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজের সংরক্ষিত তহবিলে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী অর্থ জমা রাখতে হবে এবং ঐ অর্থ ব্যাংকে জমা বা সঞ্চয়প্রত্র ক্রয়ের মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে তার সার্টিফিকেট কলেজ পরিদর্শক দপ্তরে প্রতি বছর পেশ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই অর্থ উত্তোলন করা যাবে না।

(ঙ) সরকারি কলেজসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতি বছর কলেজ পরিদর্শক দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

২২। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ/কোর্স অধিভুক্তি নবায়ন ও শিক্ষার্থীর আসনসংখ্যা বৃদ্ধি

(ক) অধিভুক্ত কলেজের অধিভুক্তি নবায়নের সময়সীমা শেষ হওয়ার ১০ মাস পূর্বে কলেজকে পুনরায় নির্ধারিত আবেদনপত্র, ফি (অধিভুক্তি নবায়ন, আসনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরীক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি) ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ কলেজ পরিদর্শক বরাবর আবেদন করতে হবে।

(খ) অধিভুক্তি নবায়ন ও শিক্ষার্থীর আসনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রাথমিক অধিভুক্তির জন্য প্রযোজ্য সকল শর্তাবলিসহ সুষ্ঠুভাবে কলেজ পরিচালনায় সংবিধিতে বর্ণিত অন্যান্য শর্ত ও কার্যক্রম সফলভাবে পালন সংক্রান্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হবে।

(গ) পরিদর্শন-দলের সুপারিশের ভিত্তিতে অধিভুক্ত এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজকে দুই শিক্ষাবর্ষের জন্য অধিভুক্তি নবায়ন করা হবে।

(ঘ) পরিদর্শন-দলের সুপারিশের ভিত্তিতে অধিভুক্ত এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজের শিক্ষার্থী আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

(ঙ) সরকারি কোনো কলেজ থেকে স্নাতক পর্যায়ে ৬০% শিক্ষার্থী পাশ করলে সেই কলেজ স্থায়ী অধিভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। পরিদর্শকদলের সুপারিশের ভিত্তিতে এ ধরনের কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে অধিভুক্ত করা যাবে। স্থায়ী অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হলে "এফিলিয়েশন কমিটি'' কলেজটির স্থায়ী অধিভুক্তি বাতিল করার সুপারিশ শিক্ষা পরিষদে/ সিন্ডিকেটে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে পারবে। তবে অধিভুক্তি বাতিলের সুপারিশ করার পূর্বে "এফিলিয়েশন কমিটি'' অধিভুক্ত কলেজকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠাবে এবং কলেজের উত্তর পর্যালোচনা করবে।

২৩। প্রাথমিক অধিভুক্তি, অধিভুক্তি নবায়ন, আসনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরীক্ষাকেন্দ্র নির্ধারণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পরিদর্শন-দল গঠনের শর্তাবলি

(ক) প্রাথমিক অধিভুক্তি, অধিভুক্তি নবায়ন, শিক্ষার্থী আসনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরীক্ষাকেন্দ্র নির্ধারণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য সরকারি কলেজ/এমপিওভুক্ত কলেজ/বেসরকারি কলেজ যথাযথভাবে পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদনপত্র কলেজ পরিদর্শক বরাবর জমা দেওয়ার পর কলেজ পরিদর্শক এই আবেদনপত্রের সারসংক্ষেপসহ পরিদর্শকদল গঠনের জন্য উপাচার্য বরাবর নোট পেশ করবেন এবং উপাচার্য কর্তৃক পরিদর্শকদল গঠিত হবে। তবে কলেজ পরিদর্শক যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর উপাচার্যের মৌখিক পরামর্শক্রমেও আবেদনপত্রের সারসংক্ষেপসহ একটি পরিদর্শকদল প্রস্তাবপূর্বক তা অনুমোদনের জন্য উপাচার্যের নিকট পাঠাতে পারবেন। উপাচার্য কর্তৃক সেই প্রস্তাব অনুমোদিত

হলে কলেজ পরিদর্শক পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আবেদনকৃত বিষয়/বিভাগ/কোর্স যদি বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কোনো কলেজে না থাকে তাহলে নতুন সেই বিষয়/বিভাগ/কোর্স অধিভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট অনুষদ অধিকর্তার মতামত উপাচার্যের নির্দেশক্রমে কলেজ পরিদর্শক গ্রহণ করবেন। মতামত— আবেদনকৃত নতুন বিষয়/বিভাগ/কোর্স অধিভুক্তির জন্য সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের অনুকুলে হলে, কলেজ পরিদর্শক উপাচার্যের মাধ্যমে পরিদর্শকদল (প্রয়োজনে বহিরাগত বিশেষজ্ঞ সদস্য অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে) গঠনপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। পরিদর্শকদলের সদস্যগণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিধি মোতাবেক সম্মানী ও টিএ/ডিএ কলেজ পরিদর্শক দপ্তরের সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত হবেন। বহিরাগত বিশেষজ্ঞ সদস্যের সম্মানী ও টিএ/ডিএ সংশ্লিষ্ট কলেজকে প্রদান করতে হবে।

(খ) প্রতিটি পরিদর্শকদলের শিক্ষক (অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার) সদস্যের সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে ৩ থেকে ৫ (কলেজ পরিদর্শক ব্যতীত)। প্রয়োজন হলে পরিদর্শনকাজে দাপ্তরিক সহায়তার জন্য কলেজ পরিদর্শক কর্তৃক সুপারিশকৃত কলেজ পরিদর্শক দপ্তরের একজন কর্মকর্তা/সহায়ক কর্মচারী অথবা ফাইলপত্র বহনসহ অন্যান্য কাজের জন্য একজন সাধারণ কর্মচারী পরিদর্শক দলের সাথে যেতে পারবেন।

(গ) প্রতিটি পরিদর্শকদলে সিনিয়র একজন অধ্যাপক হবেন আহ্বায়ক ও কলেজ পরিদর্শক/কলেজ পরিদর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত কোনো অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক হবেন সদস্য সচিব। তবে, পরিদর্শন-দলে কোনো অনুষদের ডিন অন্তর্ভুক্ত হলে তিনি অধ্যাপক না হলেও পদাধিকার বলে তিনিই হবেন কমিটির আহ্বায়ক।

(ঘ) এমবিবিএস, বিডিএস, নার্সিং (বেসিক ও পোস্ট-বেসিক), মেডিকেল/ল্যাব/ডেন্টাল টেকনোলজি, হেলথ টেকনোলজি, ফিজিওথেরাপি ইত্যাদি চিকিৎসা সম্পর্কিত কোর্স/বিভাগসমূহের প্রাথমিক অধিভুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই, অধিভুক্তি নবায়ন, আসনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরীক্ষাকেন্দ্র নির্ধারণের জন্য চিকিৎসা অনুষদভুক্ত সরকারি মেডিকেল কলেজ, সরকারি ডেন্টাল কলেজ/ইউনিট, সরকারি নার্সিং কলেজ ইত্যাদি থেকে কমপক্ষে সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার কিংবা অধ্যক্ষ পদমর্যাদার পূর্ণকালীন কর্মরত একজন ব্যক্তি পরিদর্শন দলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। পরিদর্শকদলের অন্যান্য শিক্ষক সদস্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জীব ও ভূ-বিজ্ঞান/ বিজ্ঞান/প্রকৌশল/কৃষি অনুষদ থেকে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(ঙ) প্রকৌশল সংক্রান্ত কোনো বিষয়ের প্রাথমিক অধিভুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই, অধিভুক্তি নবায়ন, আসনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরীক্ষাকেন্দ্র নির্ধারণের জন্য শিক্ষক সদস্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকৌশল/বিজ্ঞান অনুষদ থেকে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(চ) কৃষি বিষয়ের প্রাথমিক অধিভুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই, অধিভুক্তি নবায়ন, আসনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরীক্ষাকেন্দ্র নির্ধারণের জন্য শিক্ষক সদস্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি/জীব ও ভূ-বিজ্ঞান/বিজ্ঞান/প্রকৌশল অনুষদ থেকে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(ছ) পুলিশ একাডেমী কিংবা আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কিত কোনো প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই, অধিভুক্তি নবায়ন, আসনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরীক্ষাকেন্দ্র নির্ধারণের জন্য শিক্ষক সদস্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আইন অনুষদ/সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ থেকে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(জ) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক অধিভুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই, অধিভুক্তি নবায়ন, আসনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরীক্ষাকেন্দ্র নির্ধারণের জন্য শিক্ষক সদস্য সংশ্লিষ্ট অনুষদ থেকে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(ঝ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দ (অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার) ২৩ (ঘ-জ)-তে বর্ণিত পরিদর্শন দলে নিজ ডিগ্রি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরিদর্শক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।

(ঞ) এক শিক্ষাবর্ষে একজন শিক্ষক দুইবার পরিদর্শন দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ২টি মাত্র কলেজ পরিদর্শন করতে পারবেন। বিশেষ প্রয়োজনে তিনি এক শিক্ষাবর্ষে ৩ বার অন্তর্ভুক্ত হয়ে সর্বোচ্চ ৩টি কলেজ পরিদর্শনের জন্য যেতে পারবেন। চিকিৎসা অনুষদ অন্তর্ভুক্ত একজন শিক্ষক এক শিক্ষাবর্ষে সর্বোচ্চ ৪টি কলেজ পরিদর্শনের জন্য যেতে পারবেন।

(ট) কলেজ পরিদর্শক এক শিক্ষাবর্ষে একাধিক পরিদর্শন দলের সদস্য-সচিব হিসেবে পরিদর্শনে যেতে পারবেন, কিন্তু পরিদর্শনের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ২টি কলেজ পরিদর্শন বাবদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানী গ্রহণ করতে পারবেন। দুইয়ের অধিক কলেজ পরিদর্শনের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সংশ্লিষ্ট কলেজ থেকে কোনো প্রকার সম্মানী গ্রহণ করতে পারবেন না [তবে সংবিধির ৪১ (গ) (ii) এর সুযোগ তিনি পাবেন]।

(ঠ) একটি পরিদর্শন-দল একই শহরে অবস্থিত সর্বোচ্চ ৩টি কলেজ পরিদর্শন করতে পারবে। তবে একই সফরে দ্বিতীয় বা তৃতীয় কলেজ পরিদর্শনের জন্য ৫০% হারে সম্মানী পাবেন।

২৪। প্রাথমিক অধিভুক্তি, অধিভুক্তি নবায়ন, আসনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরীক্ষাকেন্দ্র নির্ধারণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পরিদর্শন দলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(ক) প্রতিটি পরিদর্শন দলকে কলেজ পরিদর্শক দপ্তরের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে। কলেজ পরিদর্শক নিজে কিংবা তার মনোনীত একজন ব্যক্তি উল্লিখিত এই দলে উপাচার্যের সম্মতিক্রমে সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন।

(খ) প্রতিটি পরিদর্শন দলকে কলেজ কর্তৃক পূরণকৃত নির্দিষ্ট আবেদনপত্র/ পরিদর্শন চেকলিস্ট কলেজ পরিদর্শক দপ্তর থেকে সরবরাহ করা হবে। অধিভুক্তি নবায়ন, আসনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিগত পরিদর্শন দল কর্তৃক দেয় শর্তসমূহও সরবরাহ করা হবে।

(গ) পরিদর্শন দল চেকলিস্টে দেওয়া তথ্যসমূহ সরেজমিনে মিলিয়ে দেখবেন।

(ঘ) প্রাথমিক অধিভুক্তি, অধিভুক্তি নবায়ন, আসনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরীক্ষাকেন্দ্র নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে এই সংবিধিতে দেয় শর্তাবলি পালিত হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

(ঙ) পূর্ববর্তী পরিদর্শন দলের দেওয়া শর্তাবলি সন্তোষজনকভাবে পূরণ হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

(চ) প্রতিটি পরিদর্শন দল পরিদর্শনকালে কলেজ পরিদর্শক দপ্তর থেকে সরবরাহকৃত একটি প্রতিবেদন ফরম পূরণ করবেন (প্রয়োজনে অতিরিক্ত সুপারিশ/ মতামতসহ) ও পরিদর্শনে যাওয়া প্রতিটি সদস্য এই প্রতিবেদন ফরমে স্বাক্ষর করে তা কলেজ পরিদর্শক দপ্তরে জমা দেবেন। পরিদর্শন দলের নিকট থেকে এই ফরম পাওয়া সাপেক্ষে কলেজ পরিদর্শক দপ্তর উল্লিখিত পরিদর্শন দলের সম্মানী বিল পরিশোধের ব্যাপারে কার্যক্রম শুরু করবে।

২৫। পরীক্ষাকেন্দ্র

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক অধিভুক্তি কিংবা অধিভুক্তি নবায়নের জন্য শর্ত থাকবে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়/কোর্স/বিভাগের পরীক্ষা গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাবে। অধিভুক্ত সকল কলেজ সংশ্লিষ্ট বিষয়/কোর্স/বিভাগের পরীক্ষাকেন্দ্র হওয়ার যোগ্যতা

প্রাথমিক অধিভুক্তি/অধিভুক্তি নবায়ন/স্থায়ী অধিভুক্তি লাভ করার সাথে সাথে ২৫ (ক - ঙ)-এর শর্ত পূরণসাপেক্ষে অর্জন করবে। তবে কোনো কলেজ প্রাথমিক অধিভুক্তি/অধিভুক্তি নবায়ন/স্থায়ী অধিভুক্তি লাভ করলেও নির্ধারিত কেন্দ্র ফি (সেমিস্টার/পর্ব/অর্ধ-বার্ষিক/বার্ষিক ইত্যাদি) বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা না দিলে সংশ্লিষ্ট কলেজে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে না।

(খ) জেলা শহরের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পরীক্ষাকেন্দ্রের আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা ও প্রয়োজনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনে সম্মত থাকবেন এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রাথমিক অধিভুক্তি/অধিভুক্তি নবায়ন/স্থায়ী অধিভুক্তি আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে। অচিন্ত্যপূর্ব প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা বা পরীক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে পরীক্ষাকেন্দ্রের ভেনু পরিবর্তন করা যাবে না।

(গ) জেলা শহরের ক্ষেত্রে ট্রেজারিতে এবং উপজেলার ক্ষেত্রে ট্রেজারির দায়িত্ব পালন করে এরূপ ব্যাংকে গোপনীয় কাগজপত্র সংরক্ষিত থাকবে এবং এই মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অঙ্গীকারপত্র প্রাথমিক অধিভুক্তি/অধিভুক্তি নবায়ন/স্থায়ী অধিভুক্তি আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে।

(ঘ) কলেজের সাথে পাকা সড়ক/রেলপথ যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(ঙ) কলেজে সার্বক্ষণিকভাবে টেলিফোন/মোবাইল (হটলাইন), ইমেইল, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট চালু থাকতে হবে।

২৬। পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল

(ক) কোনো কলেজে পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিয়মের কারণে প্রতিবেদন (পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্র পরিদর্শন-দল কর্তৃক) খারাপ থাকলে এফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী বছরে উক্ত পরীক্ষাকেন্দ্র তালিকা থেকে বাদ যাবে। বাতিলকৃত পরীক্ষাকেন্দ্র পরবর্তী দুই বছর কিংবা তারও বেশি সময় পর্যন্ত পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না। বাতিলকৃত এ ধরনের পরীক্ষাকেন্দ্রে পুনরায় কেন্দ্র স্থাপন করতে হলে অধিভুক্তি নবায়ন আবেদনের সাথে কলেজ কর্তৃপক্ষেকে যে কারণ/কারণসমূহের জন্য কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছিলো, তার পুনরাবৃত্তি হবে না মর্মে লিখিত অঙ্গীকারনামা জমা দিতে হবে।

(খ) পরীক্ষাকেন্দ্র এলাকায় অচিন্ত্যপূর্ব প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা বা অবনতি ঘটলে বা পরীক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে উপাচার্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে পরীক্ষা স্থগিত করে অন্য পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়ার আদেশ দিতে পারবেন।

২৭। পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্র পরিদর্শন

(ক) প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে তাত্ত্বিক/লিখিত পরীক্ষার জন্য দুই সদস্য বিশিষ্ট (সংশ্লিষ্ট অনুষদ থেকে ১ জন ও অন্যান্য অনুষদ/ইনস্টিটিউট থেকে ১ জন) একটি পরিদর্শন-দল গঠিত হবে। পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম, তারিখ ও সময়সূচির বিজ্ঞপ্তি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা শুরুর এক মাস পুর্বে কলেজ পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করবেন। এই বিজ্ঞপ্তি কলেজ পরিদর্শক পাওয়ার পর প্রস্তাবিত পরিদর্শকদের একটি তালিকা ২৭ (ক - ঘ) অনুযায়ী তিনি তৈরি করবেন। এক বা একাধিক পরিদর্শকের

অপারগতার বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রকৃত পরিদর্শক সংখ্যার অতিরিক্ত বেশকিছু পরিদর্শকের নাম উক্ত তালিকায় কলেজ পরিদর্শক প্রস্তাব করবেন। প্রস্তাবিত এই তালিকা কলেজ পরিদর্শক যথাসময়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক উক্ত প্রস্তাবিত তালিকা উপাচার্য কর্তৃক অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উপাচার্য থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ১ সপ্তাহ পূর্বে অনুমোদিত পরিদর্শকদের পত্র ও টেলিফোন দ্বারা জানিয়ে দেবে।

(খ) চিকিৎসা অনুষদভুক্ত কলেজসমূহ: চিকিৎসা অনুষদভুক্ত কলেজসমূহের তাত্ত্বিক/লিখিত পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য চিকিৎসা অনুষদ থেকে একজন শিক্ষক ও অন্য যে কোনো অনুষদ/ইনস্টিটিউট থেকে অপর একজন শিক্ষক নিয়ে প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রের জন্য দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিদর্শন-দল গঠিত হবে। চিকিৎসা অনুষদ থেকে নির্দিষ্ট কোনো পরিদর্শক নামের পরিবর্তে সরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল/ নার্সিং/টেকনোলজি/অনুরূপ কলেজের 'প্রতিনিধি' উল্লেখ করে পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্র পরিদর্শন তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে এবং উপাচার্যের অনুমোদন নেওয়া যেতে পারে। চিকিৎসা অনুষদভুক্ত কলেজ শিক্ষকদের অন্য জেলায় পরিদর্শনের দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।

(গ) আইন, জীব ও ভূ-বিজ্ঞান, কৃষি, প্রকৌশল ও অন্যান্য অনুষদভুক্ত কলেজসমূহ: বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, জীব ও ভূ-বিজ্ঞান, কৃষি, প্রকৌশল ও অন্যান্য অনুষদভুক্ত কলেজ সমূহের তাত্ত্বিক/লিখিত পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট অনুষদ/ইনস্টিটিউট থেকে কমপক্ষে একজন ও অন্য অনুষদ/ ইনস্টিটিউট থেকে একজন (মোট দুইজন) শিক্ষক নিয়ে প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রের জন্য দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিদর্শন-দল গঠিত হবে।

(ঘ) অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/অধ্যক্ষ পদমর্যাদার শিক্ষকবৃন্দ পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্র পরিদর্শন দলে অন্তর্ভুক্ত হবেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সহকারী অধ্যাপক পদ-মর্যাদার শিক্ষকও পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্র পরিদর্শন দলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।

২৮। পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন প্রতিবেদন

(ক) প্রতিটি পরিদর্শন-দল পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করে নির্ধারিত ছকে (প্রয়োজনে অতিরিক্ত সুপারিশ/মতামতসহ) তাঁদের প্রতিবেদন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও কলেজ পরিদর্শক দপ্তরে জমা দেবেন। এই প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরিদর্শনকারীর সম্মানী ও অন্যান্য ভাতা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(খ) পরীক্ষা শেষে জমাকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহ কলেজ পরিদর্শক/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পর্যালোচনা করবেন এবং পরীক্ষাকেন্দ্র সম্পর্কে কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে কলেজ পরিদর্শক/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তা এফিলিয়েশন কমিটিতে উপস্থাপন করবেন এবং সুপারিশ গ্রহণ করবেন।

২৯। পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন সংখ্যার সর্বোচ্চ সীমারেখা

(ক) এক শিক্ষাবর্ষে একজন শিক্ষক সর্বমোট ৩টি পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করতে পারবেন। বিশেষ প্রয়োজনে এক শিক্ষাবর্ষে একজন শিক্ষক সর্বোচ্চ ৪টি পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য যেতে পারবেন। চিকিৎসা অনুষদের একজন শিক্ষক এক শিক্ষাবর্ষে সর্বোচ্চ ৫টি পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনের করতে পারবেন।

(খ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এক শিক্ষাবর্ষে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করতে পারবেন, কিন্তু পরিদর্শনের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ২টি পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন বাবদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানী গ্রহণ করতে পারবেন। দুইয়ের অধিক পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সংশ্লিষ্ট কলেজ থেকে কোনো প্রকার সম্মানী গ্রহণ করতে পারবেন না। তবে জ্বালানি ও অন্যান্য প্রকৃত খরচসহ (টোল, ভ্যাট, আহার, ড্রাইভারের পারিশ্রমিক ইত্যাদি) বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি তিনি ব্যবহার করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গাড়ি পাওয়া না গেলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ট্রেন (এসি/সাধারণ)/বাস(এসি/সাধারণ) / মাইক্রোবাস (এসি/সাধারণ)-এর শুধুমাত্র প্রকৃত ভাড়া ও অন্যান্য প্রকৃত খরচ (টোল, ভ্যাট, আহার ইত্যাদি) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রহণ করতে পারবেন। পরিদর্শন কাজে রাত্রি যাপনের প্রয়োজন হলে তিনি অধিভুক্ত কলেজ পরিদর্শনের জন্য রাত্রিযাপন ভাতা (কলেজ পরিদর্শকের জন্য নির্ধারিত সমপরিমাণ রাত্রিযাপন ভাতা) নিতে পারবেন।

(গ) কলেজ পরিদর্শক এক শিক্ষাবর্ষে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করতে পারবেন, কিন্তু পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সংশ্লিষ্ট কলেজ থেকে কোনো প্রকার সম্মানী গ্রহণ করতে পারবেন না [তবে সংবিধির ৪১ (গ) (ii) এর সুযোগ তিনি পাবেন]।

৩০। পরীক্ষা-কমিটি ও পরীক্ষক

(ক) চিকিৎসা অনুষদভুক্ত কলেজসমূহের বিভিন্ন বিষয়/বিভাগ/কোর্সে বিশ্ববিদ্যালয়ের একই ব্যক্তিকে (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ/ইনস্টিটিউটসমূহ থেকে) একই শিক্ষাবর্ষে একাধিক পরীক্ষা-কমিটির সদস্য, প্রশ্নকর্তা, পরীক্ষক, টেবুলেটর রাখার প্রস্তাব করা যাবে না। এছাড়া, কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব পালন করলে পরবর্তী দুই শিক্ষাবর্ষে তাঁর নাম প্রস্তাব করা যাবে না। অন্যান্য অনুষদের ক্ষেত্রেও সম্ভব হলে বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। তবে চিকিৎসা অনুষদভুক্ত সরকারি কলেজের বিভিন্ন বিভাগ/কোর্সসমূহে শিক্ষাদানরত স্থায়ী শিক্ষকদের বেলায় এই শর্ত শিথিলযোগ্য।

(খ) অধিভুক্ত কলেজসমূহের বিভিন্ন বিষয়/বিভাগ/কোর্সের প্রস্তাবিত পরীক্ষা-কমিটির সদস্য, প্রশ্নকর্তা, পরীক্ষক, টেবুলেটর ইত্যাদির নাম সংশ্লিষ্ট অনুষদ অধিকর্তার মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও কলেজ পরিদর্শকের সুপারিশের মাধ্যমে মাননীয় উপাচার্যের অনুমোদন নিতে হবে।

(গ) অধিভুক্ত কলেজের গবেষণাপত্র, প্রজেক্ট বা ইনডিপেনডেন্ট স্টাডির তত্ত্বাবধান ৩৫(ঙ) অনুযায়ী হতে হবে।

৩১। এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজ গভর্নিং বডিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

(ক) এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজ গভর্নিং বডিতে উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষক (অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি হিসেবে দুই বছরের জন্য কাজ করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই প্রতিনিধি পাওয়ার জন্য অধিভুক্ত কলেজকে কলেজ পরিদর্শক বরাবর নির্ধারিত ফি সহ আবেদন করতে হবে। এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধির পদ শূন্য হলেও (দুই বছরের মেয়াদ শেষ হলে/বিদেশ গমন/অসুস্থতা) কলেজ পরিদর্শক বরাবর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি চেয়ে আবেদন করতে হবে। কলেজ পরিদর্শক এই আবেদনপত্রের সারসংক্ষেপসহ সংশ্লিষ্ট কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য উপাচার্য বরাবর সারমর্ম লিখিতভাবে পেশ করবেন এবং উপাচার্য কর্তৃক উল্লিখিত প্রতিনিধি মনোনীত হবে। চিকিৎসা

অনুষদভুক্ত কলেজের জন্য জীব ও ভূ-বিজ্ঞান/ বিজ্ঞান অনুষদ থেকে, প্রকৌশল কলেজের জন্য প্রকৌশল অনুষদ থেকে, কৃষি কলেজের জন্য কৃষি অনুষদ থেকে, পুলিশ একাডেমীর জন্য আইন/সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ থেকে এই প্রতিনিধি নেওয়া হবে। অন্যান্য অনুষদের জন্য বিভাগ/কোর্সের সাথে সংগতি রেখে সংশ্লিষ্ট অনুষদ থেকে প্রতিনিধি নেওয়া হবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দ (অধ্যাপক ও সহযোগী পদমর্যাদার) নিজ ডিগ্রির সাথে সম্পর্কিত কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হতে পারবেন।

(খ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন শিক্ষক ১টি মাত্র এমপিওভুক্ত/বেসরকারি কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য হতে পারবেন। এই মনোনয়ন প্রাপ্তির পরবর্তী ২ বছরের মধ্যে তিনি অন্য কোনো এমপিওভুক্ত/বেসরকারি কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য হতে পারবেন না।

(গ) এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজের গভর্নিং বডির সভা বছরে কমপক্ষে ২টি অনুষ্ঠিত হতে হবে। গভর্নিং বডির সভার তারিখ ও আলোচ্যসূচি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিদের কমপক্ষে ১৫দিন পূর্বে চিঠি দিয়ে জানাতে হবে এবং তা টেলিফোন/মোবাইল দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি গভর্নিং বডির সভা শেষ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে সভার কার্যবিবরণী কলেজ পরিদর্শক দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

(ঘ) গভর্নিং বডির সভায় যোগদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিদের যাতায়াত ও সম্মানীর ব্যবস্থা কলেজ পরিদর্শকের মাধ্যমে করা হবে। গভর্নিং বডির সভায় যোগদানকারী প্রতিনিধি নির্ধারিত ছকে একটি প্রতিবেদন (প্রয়োজনে অতিরিক্ত সুপারিশ/ মতামতসহ) কলেজ পরিদর্শক দপ্তরে জমা দেওয়ার পরই তাঁদের সম্মানী বিল পরিশোধের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩২। এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগবোর্ডে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

(ক) অধিভুক্ত সকল এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজের শিক্ষক— নিয়োগবোর্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজের শিক্ষক নিয়োগের প্রতিটি নিয়োগবোর্ডে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি হিসেবে দুইজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে উপাচার্য দুইজন শিক্ষককে (অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/অধ্যক্ষ পদমর্যাদার মনোয়নয়ন দেবেন। তবে এই মনোনয়ন: (i) এমবিবিএস, বিডিএস, নার্সিং (বেসিক ও পোস্ট-বেসিক), মেডিকেল/ল্যাব/ডেন্টাল টেকনোলজি, হেলথ টেকনোলজি, ফিজিওথেরাপি ইত্যাদি চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয়গুলোর জন্য চিকিৎসা অনুষদ থেকে একজন ও জীব ও ভূ-বিজ্ঞান/বিজ্ঞান/ প্রকৌশল/কৃষি অনুষদ থেকে একজন; (ii) প্রকৌশল বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকৌশল/বিজ্ঞান অনুষদ থেকে দুইজন ও (iii) কৃষি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের জন্য কৃষি/জীব ও ভূ-বিজ্ঞান/বিজ্ঞান/প্রকৌশল অনুষদ থেকে দুইজন দেওয়া হবে; (iv) অন্যান্য বিভাগ/কোর্সের জন্য সংশ্লিষ্ট অনুষদ থেকে দুইজন প্রতিনিধি দেওয়া হবে।

(খ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দ (অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার) নিজ ডিগ্রির সাথে সম্পর্কিত কলেজের নিয়োগ বোর্ডে সদস্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হতে পারবেন।

(গ) এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগ সভার তারিখ নির্ধারণের কমপক্ষে ১ মাস পূর্বে কলেজ পরিদর্শক বরাবর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি চেয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (প্রতিটি প্রার্থীর যোগ্যতার সারাংশ) ও নির্ধারিত ফি সহ আবেদন করতে হবে। এরপর, কলেজ পরিদর্শক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য উপাচার্য বরাবর নোট পেশ করবেন এবং উপাচার্য উক্ত প্রতিনিধির মনোনয়ন দেবেন। তবে কলেজ পরিদর্শক আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর উপাচার্যের মৌখিক পরামর্শক্রমে আবেদনপত্রের সারসংক্ষেপসহ নাম প্রস্তাবপূর্বক তা অনুমোদনের জন্য উপাচার্যের নিকট পাঠাতে পারবেন।

(ঘ) শিক্ষক নিয়োগবোর্ডের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত হলে কলেজ পরিদর্শক আবেদনকারী কলেজ ও মনোনীত শিক্ষকদ্বয়কে তা লিখিতভাবে জানিয়ে দেবেন। এই মনোনয়ন একটিমাত্র নিয়োগবোর্ডের জন্য প্রযোজ্য হবে। আবেদনকারী কলেজ নিয়োগ বোর্ডের নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করা ছাড়াও নিয়োগবোর্ডের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি চেয়ে আবেদন করতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে কলেজ পরিদর্শক দপ্তরে এই আবেদন শিক্ষক নিয়োগ বোর্ডের সম্ভাব্য তারিখ থেকে কমপক্ষে একমাস পূর্বে পৌঁছুতে হবে। শিক্ষক নিয়োগবোর্ডে যোগদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিদের যাতায়াত ও সম্মানীর ব্যবস্থা কলেজ পরিদর্শকের মাধ্যমে করা হবে। নিয়োগবোর্ডের সভায় যোগদানকারী প্রতিনিধি নির্ধারিত ছকে তাঁদের একটি প্রতিবেদন (প্রয়োজনে অতিরিক্ত সুপারিশ/ মতামতসহ) কলেজ পরিদর্শক দপ্তরে জমা দেওয়ার পরই তাঁদের সম্মানী বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ঙ) এক শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ২টি মাত্র কলেজের নিয়োগ বোর্ডের সদস্য হতে পারবেন।

৩৩। সিলেবাস/কোর্স/কারিকুলাম

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত সিলেবাস/কোর্স/কারিকুলাম অধিভুক্ত কলেজের জন্য প্রযোজ্য হবে।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের জন্য প্রণীত সিলেবাস/কোর্স/কারিকুলাম অধিভুক্ত সকল আইন বিষয়ক কলেজের কোর্স/বিভাগের জন্য প্রযোজ্য হবে।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের জন্য প্রণীত সিলেবাস/কোর্স/কারিকুলাম অধিভুক্ত সকল চিকিৎসা বিষয়ক কলেজের কোর্স/বিভাগের জন্য প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের জন্য প্রণীত সিলেবাস/কোর্স/কারিকুলাম অধিভুক্ত সকল কৃষি বিষয়ক কলেজের কোর্স/বিভাগের জন্য প্রযোজ্য হবে।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অনুষদের জন্য প্রণীত সিলেবাস/কোর্স/কারিকুলাম অধিভুক্ত সকল প্রকৌশল বিষয়ক কলেজের জন্য প্রযোজ্য হবে।

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অনুষদের জন্য প্রণীত সিলেবাস/কোর্স/কারিকুলাম অধিভুক্ত কলেজের সংশ্লিষ্ট বিভাগের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩৪। অধিভুক্ত কলেজসমূহের শিক্ষাতিরিক্ত কার্যক্রম

(ক) কলেজের শিক্ষার্থীদের সিলেবাসভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষাতিরিক্ত কার্যক্রম যথা: ক্রীড়া, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চাকে উৎসাহ দিতে হবে। প্রতিটি কলেজে মিলনায়তন, ক্রীড়া কক্ষ ও খেলার মাঠ থাকতে হবে। আন্তঃকলেজ ক্রীড়া, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সপ্তাহ পালন করা যেতে পারে। জাতীয় দিবসসমূহ অবশ্যই পালন করতে হবে।

৩৫। শিক্ষার মানোন্নয়নমূলক কার্যক্রম

(ক) কলেজে শিক্ষকমণ্ডলীর অবস্থান যাতে স্থায়ী হয় সেই বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে যথাযথ দৃষ্টি দিতে হবে।

(খ) শিক্ষার্থী-শিক্ষক উপস্থিতি, রুটিন অনুযায়ী ক্লাশ হওয়াসহ কলেজের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কলেজ পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট অনুষদ অধিকর্তা বা এক জন অধ্যাপককে নিয়ে যে কোনো কলেজ আকস্মিক পরিদর্শন করবেন ও এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট কলেজে প্রেরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(গ) কলেজে কর্মরত জুনিয়র শিক্ষকমণ্ডলীকে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভের জন্য পর্যায়ক্রমে নিজ উদ্যোগে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/পুরাতন সরকারি কলেজে পাঠাতে হবে। তাঁদের জন্য উচ্চতর শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মকর্তা ও কর্মাচারীদেরও বার্ষিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) কোর্স ভিত্তিক Experimental Set Up থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের গবেষণাগারে আধুনিক এবং সময়োপযোগী যন্ত্রপাতির সংগ্রহ গড়ে তুলতে হবে।

(ঙ) অধিভুক্ত কলেজসমূহের কোর্স ভিত্তিক গবেষণাপত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকরাই তত্ত্বাবধান করতে পারবেন। একজন শিক্ষক এক শিক্ষাবর্ষে সর্বোচ্চ ৫টি গবেষণাপত্র/প্রজেক্ট/ইনডিপেনডেন্ট স্টাডি-র তত্ত্বাবধায়ক হতে পারবেন। Plagiarism-এর বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। কোনো শিক্ষার্থী Plagiarism-এর দায়ে দণ্ডিত হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা সংক্রান্ত শৃঙ্খলা কমিটিতে প্রমাণসহ রিপোর্ট করতে হবে।

(চ) কলেজে বিষয় ভিত্তিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স ইত্যাদির আয়োজন করতে হবে।

(ছ) আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে (ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টরযুক্ত) শিক্ষকদের প্রকাশনাকে পুরস্কৃত করতে হবে।

(জ) চিকিৎসা অনুষদের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের গবেষণাগার ও কলেজ ক্যাম্পাসে অ্যপ্রোন ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। অন্যান্য অনুষদের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের গবেষণাগারের ধরন অনুযায়ী অ্যপ্রোন ব্যবহার করতে হবে।

(ঝ) কলেজ থেকে কোনো জার্নাল প্রকাশ করা হলে তার মান বজায় রাখতে হবে। প্রতিটি পাণ্ডুলিপি সংশ্লিষ্ট কলেজের বাইরের দুইজন বিষয়-বিশেষজ্ঞ রিভিউয়ারের নিকট থেকে রিভিউ করতে হবে। প্রকাশিত জার্নালের ৩টি কপি কলেজ পরিদর্শক দপ্তরে পাঠাতে হবে।

৩৬। যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কমিটি

(ক) প্রতিটি কলেজে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ অভিযোগ কমিটি থাকতে হবে। সভাপতিসহ এই কমিটিতে কমপক্ষে ৪ জন নারী অন্তর্ভুক্ত হবেন। কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ:

(i) সভাপতি (নারী শিক্ষক);

(ii) মানবাধিকার সংগঠন প্রতিনিধি সদস্য: ২ জন;

(iii) আইনজ্ঞ সদস্য: ১ জন;

(iv) শিক্ষক/কর্মকর্তা সদস্য: ২ জন; এবং

(v) ডাক্তার/মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সদস্য: ১ জন।

(খ) এই কমিটির দায়িত্ব, কর্তব্য ও কার্যপ্রণালী হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে।

৩৭। শিক্ষার্থী আসনসংখ্যা হ্রাস

(ক) কোনো কলেজ প্রাথমিক অধিভুক্তি পাওয়ার ৫ বছরের মধ্যে এই সংবিধিতে বর্ণিত অবকাঠামো, শিক্ষক সংখ্যা, গবেষণাগার, যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য বিষয়গুলো লক্ষণীয়ভাবে পূরণ করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষার্থী আসনসংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে।

(খ) পরিদর্শন-দল কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনে নির্দিষ্টভাবে শিক্ষার্থী আসন কমানোর বিষয়টির সুপারিশ থাকবে এবং "এফিলিয়েশন কমিটি" কর্তৃক বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক শিক্ষা পরিষদের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ তৈরি করবে।

৩৮। অধিভুক্তি বাতিল

(ক) অধিভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিবর্গ কলেজ পরিদর্শকের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ করলে কলেজ পরিদর্শক উপাচার্যের অনুমোদনক্রমে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত দল গঠন করবেন, যার সদস্য সচিব হবেন তিনি নিজে। উল্লিখিত তদন্তদলের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে "এফিলিয়েশন কমিটি" সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। প্রতিবেদনে অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত কলেজকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া যাবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত কলেজ থেকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পত্র প্রাপ্তির পর "এফিলিয়েশন কমিটি" পুনরায় একটি সভার মাধ্যমে সেই পত্র পর্যালোচনা ও তার প্রেক্ষিতে অধিভুক্তি বহাল কিংবা বাতিল করার সুপারিশ শিক্ষা-পরিষদে/সিন্ডিকেটে অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।

(খ) কোনো কলেজ "রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ সংবিধি" ভঙ্গ করলে কলেজ পরিদর্শক সেই কলেজের বিরুদ্ধে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণসহ "এফিলিয়েশন কমিটি"র নিকট একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন। প্রতিবেদনে অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত কলেজকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া যাবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত কলেজ থেকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পত্র প্রাপ্তির পর "এফিলিয়েশন কমিটি" পুনরায় একটি সভার মাধ্যমে সেই পত্র পর্যালোচনা ও তার প্রেক্ষিতে অধিভুক্তি বহাল কিংবা বাতিল করার সুপারিশ শিক্ষা-পরিষদে/সিন্ডিকেটে অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।

(গ) যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে অধিভুক্ত কলেজ প্রাথমিক অধিভুক্তির কিংবা বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন দল কর্তৃক দেয় শর্তসমূহ সন্তোষজনকভাবে পূরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধিভুক্তি বাতিল করা হবে।

৩৯। ফি

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফি সমূহ (প্রাথমিক অধিভুক্তির আবেদন, প্রাথমিক অধিভুক্তি, অধিভুক্তি নবায়ন, স্থায়ী অধিভুক্তি, শিক্ষার্থীর তালিকা ভুক্তি, শিক্ষার্থী আসন বৃদ্ধি, রেজিস্ট্রেশন, ক্রীড়া, ক্রীড়া উন্নয়ন, নিয়োগ বোর্ড ও গভর্নিং বডির সভায় যোগদান, পরীক্ষাকেন্দ্র, পরীক্ষা, পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্র পরিদর্শন ইত্যাদি) প্রতিটি কলেজকে সময়মতো পরিশোধ করতে হবে। নতুন খাত সৃষ্টিসহ ফি সমূহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রয়োজন অনুযায়ী পুনর্নির্ধারণ/নতুন করে নির্ধারণ করা হবে।

৪০। কলেজের ওয়েবসাইট, ই-মেইল ও হটলাইন

(ক) প্রতিটি কলেজের একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকতে হবে এবং কলেজ পরিদর্শকের মাধ্যমে তা বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবপেজ-এর সাথে 'লিংকড' থাকবে। সংশ্লিষ্ট কলেজের ওয়েবপেজসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

(খ) প্রতিটি কলেজের একটি বা দুটি ইমেইল আইডি থাকবে। ইমেইল দুটি প্রতিদিন কমপক্ষে একবার করে চেক করতে হবে এবং কলেজ পরিদর্শক/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর থেকে কোনো মেইল গেলে সেই মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইমেইল আইডি পরিবর্তন হলে তা জরুরি ভিত্তিতে কলেজ পরিদর্শক/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরকে অবহিত করতে হবে।

(গ) প্রতিটি কলেজের একটি হটলাইন টেলিফোন/মোবাইল থাকবে যার মাধ্যমে জরুরি কোনো সংবাদ কলেজ পরিদর্শক/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর সংশ্লিষ্ট কলেজকে জানাতে পারে।

৪১। কলেজ পরিদর্শকের নিয়োগ, দায়িত্ব ও কার্যাবলিসহ প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ

(ক) নিয়োগ

(i) উপাচার্য, শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত দুই জন অনুষদ অধিকর্তা, সিন্ডিকেটের দুই জন অবৈতনিক সদস্য ও চ্যান্সেলর কর্তৃক নিয়োগকৃত দুইজন সদস্য দ্বারা গঠিত নিয়োগ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক সিন্ডিকেট কর্তৃক কলেজ পরিদর্শক নিয়োগ দেওয়া হবে; এবং

(ii) কোনো কারণে কলেজ পরিদর্শকের পদ শূন্য হলে নিয়োগ কমিটির দ্বারা সুপারিশ ও সিন্ডিকেট কর্তৃক নিয়োগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উপাচার্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জীব ও ভূ-বিজ্ঞান/বিজ্ঞান/ প্রকৌশল /কৃষি/অন্যান্য অনুষদ কিংবা ইনস্টিটিউট থেকে একজন সিনিয়র শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত কলেজ পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ দেবেন।

(খ) কলেজ পরিদর্শকের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(i) দপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে কলেজ পরিদর্শক কাজ করবেন। তিনি প্রধানত অধিভুক্ত কলেজসমূহ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবেন;

(ii) এই সংবিধির অনুচ্ছেদ/ধারা/উপধারা সাপেক্ষে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্দেশিত কার্যাবলি অনুযায়ী কলেজ পরিদর্শক কাজ করবেন;

(iii) অধিভুক্ত বা অধিভুক্তির জন্য আগ্রহী সকল কলেজ থেকে তাঁর দপ্তরে প্রেরিত পত্র, ফ্যাক্স, ই-মেইল ইত্যাদির উত্তর যত দ্রুত সম্ভব তিনি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন;

(iv) কলেজ পরিদর্শক এক শিক্ষাবর্ষে একাধিক কলেজ পরিদর্শন (অধিভুক্তি, অধিভুক্তি নবায়ন, পরীক্ষাচলাকালীন পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন ইত্যাদি) করতে পারবেন, কিন্তু পরিদর্শনের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ২টি কলেজ পরিদর্শন বাবদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানী পাবেন। দুইয়ের অধিক কলেজ পরিদর্শনের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সংশ্লিষ্ট কলেজ থেকে কোনো প্রকার সম্মানী গ্রহণ করতে পারবেন না [তবে সংবিধির ৪১ (গ) (ii) এর সুযোগ তিনি পাবেন];

(v) কলেজ পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট অনুষদ অধিকর্তা অথবা সংশ্লিষ্ট অনুষদের এক জন অধ্যাপককে নিয়ে যে কোনো কলেজ আকস্মিক পরিদর্শন করতে পারবেন। পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থী-শিক্ষক উপস্থিতি, রুটিন অনুযায়ী ক্লাশ হচ্ছে কি-না এসব দেখাসহ কলেজের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট কলেজে প্রেরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই ধরনের আকস্মিক পরিদর্শনের জন্য কলেজ পরিদর্শক বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা পরিদর্শনকৃত কলেজ থেকে থোক বরাদ্দ/সম্মানী হিসেবে কোনো প্রকার অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন না। তবে সংবিধির ৪১ (গ) (ii)-এর সুযোগ তিনি পাবেন। পরিদর্শনের জন্য কলেজ পরিদর্শকের সাথে যাওয়া সিনিয়র শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত সম্মানী পাবেন। গাড়ির ড্রাইভারও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক পাবেন;

(vi) কলেজ পরিদর্শক নিজে অধিভুক্ত কোনো কলেজের গভর্নিং বডি ও নিয়োগ বোর্ডের সদস্য হতে পারবেন না; এবং

(vii) কলেজ পরিদর্শকের নিকট সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত সকল কার্যক্রম তিনি উপাচার্যের সাথে পরামর্শক্রমে গ্রহণ করতে পারবেন। তবে এই সংবিধির আওতাবহির্ভূত কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে তা সিন্ডিকেটে রিপোর্ট করতে হবে।

(গ) কলেজ পরিদর্শকের আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধাসমূহ

(i) কলেজ পরিদর্শক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধিবদ্ধ অন্যান্য পদের ন্যায় সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা পাবেন;

(ii) কলেজ পরিদর্শক অধিভুক্ত বা অধিভুক্তির জন্য আবেদনকৃত কলেজসমূহে সকল ধরনের পরিদর্শনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক শিক্ষাবর্ষে সর্বোচ্চ ২টি কলেজ পরিদর্শন বাবদ সম্মানী পাবেন। তবে তিনি যে কোনো প্রকার পরিদর্শনের (অধিভুক্তি, অধিভুক্তি নবায়ন, পরীক্ষাচলাকালীন পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন ইত্যাদি) জন্য জ্বালানি ও অন্যান্য প্রকৃত খরচসহ (টোল, ভ্যাট, আহার, ড্রাইভারের পারিশ্রমিক ইত্যাদি) বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গাড়ি পাওয়া না

গেলে কলেজ পরিদর্শক ট্রেন (এসি/সাধারণ)/ বাস (এসি/সাধারণ)/ মাইক্রোবাস (এসি/সাধারণ)-এর শুধুমাত্র প্রকৃত ভাড়া ও অন্যান্য প্রকৃত খরচ (টোল, ভ্যাট, আহার ইত্যাদি) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রহণ করতে পারবেন। পরিদর্শন কাজে রাত্রি যাপনের প্রয়োজন হলে তিনি অধিভুক্ত কলেজ পরিদর্শনের জন্য রাত্রিযাপন ভাতা নিতে পারবেন; এবং

(iii) কলেজ পরিদর্শক অধিভুক্ত বা অধিভুক্তির জন্য আবেদনকৃত কলেজ থেকে যাতায়াত/ভ্রমণ ভাতা বা কোনো প্রকার সম্মানী গ্রহণ করতে পারবেন না।

৪২। পূর্বের সংবিধি/অধ্যাদেশ/বিধি/নীতিমালা/সিদ্ধান্ত/আইনের সাথে সাংঘর্ষিক ক্ষেত্রে করণীয়, সংবিধি সংশোধন ও সংবিধি কার্যকর করার তারিখ

(ক) এই সংবিধির কোনো অনুচ্ছেদ, ধারা, উপধারা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত পূর্বের কোনো সংবিধি/অধ্যাদেশ/ বিধি/নীতিমালা/সিদ্ধান্ত/আইন এর সাথে সাংঘর্ষিক হলে এই সংবিধিতে বর্ণিত অনুচ্ছেদ, ধারা, উপধারা প্রযোজ্য হবে। তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩-এর সাথে এই সংবিধির কোনো অনুচ্ছেদ, ধারা, উপধারা সাংঘর্ষিক হলে সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩ প্রযোজ্য হবে।

(খ) এই সংবিধির কোনো অনুচ্ছেদ, ধারা, উপধারা পরিমার্জন, সংযোজন, বিয়োজন ইত্যাদি করতে হলে কলেজ পরিদর্শকের মাধ্যমে প্রস্তাব এফিলিয়েশন কমিটি হয়ে শিক্ষা পরিষদ, সিন্ডিকেট ও সিনেট সভার অনুমোদন নিতে হবে। তবে অধিভুক্ত কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে সিনেট সভায় রিপোর্ট সাপেক্ষে শিক্ষা পরিষদ/সিন্ডিকেট সভার মাধ্যমে সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

(গ) "রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ সংবিধি" সিনেট কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

[সূত্রঃ ১৮ই মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ২১তম সিনেট অধিবেশনে (সিদ্ধান্ত-৬) দ্বাদশ সংবিধি হিসেবে পাশ হয়েছে। ২২তম সিনেট অধিবেশনে সংশোধিত (সিদ্ধান্ত নং-০৪)]